30-9-49

সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলীর

যার যেথা ঘর

পরিচালনা • শ্রীছবি বিশ্বাস

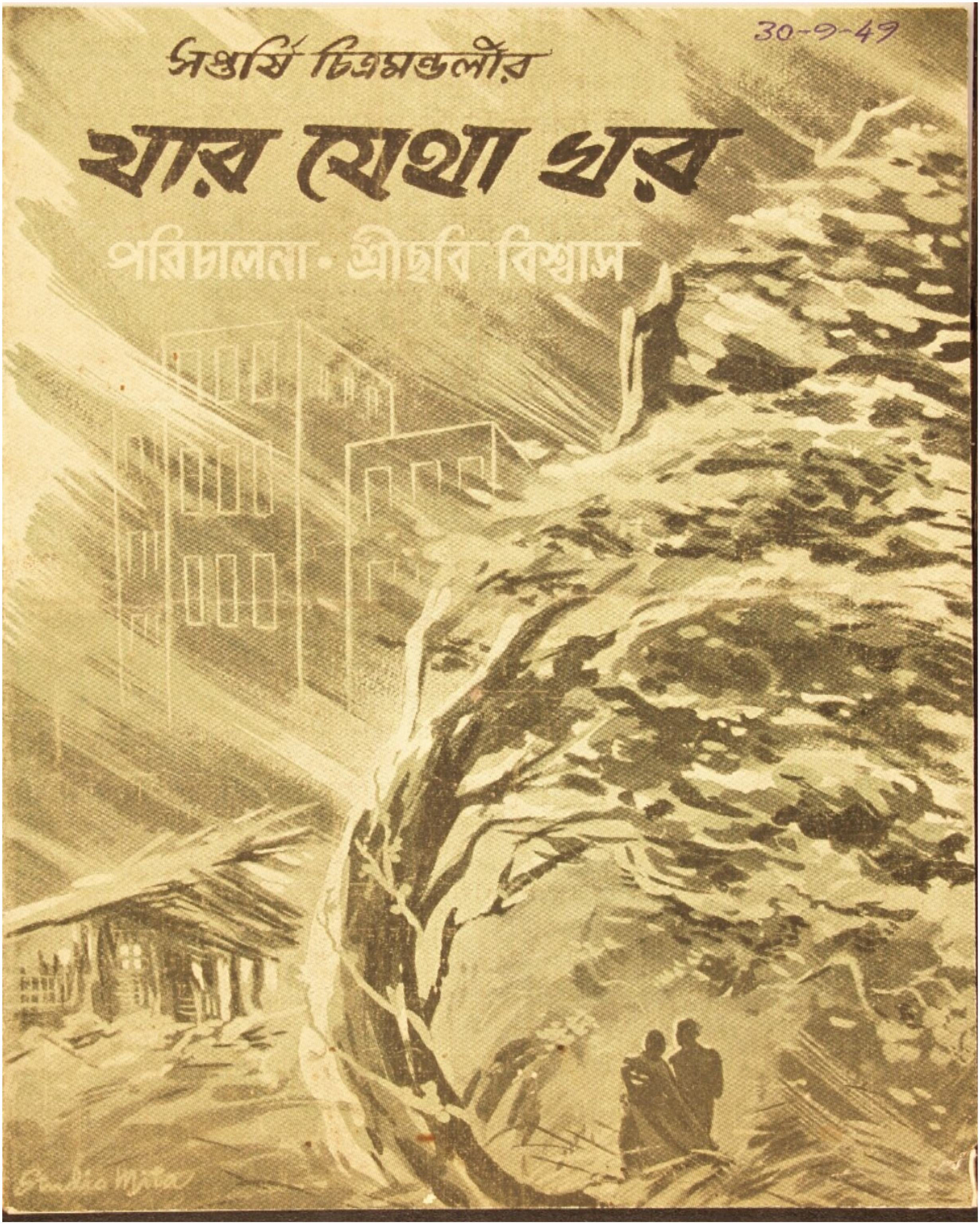

চিত্র-চক্র লিমিটেডের প্রযোজনায়

সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলী লিমিটেডের

প্রথম নিবেদন

শ্রীছবি বিশ্বাস কর্ত্তৃক পরিচালিত

ঘরসেথা ঘর

কাহিনী ও সংলাপ—নিতাই ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত পরিচালক—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
গীতিকার—মোহিনী চৌধুরী
চিত্রশিল্পী—নিমাই ঘোষ, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল গুপ্ত
প্রধান যন্ত্র শিল্পী ও শব্দ যন্ত্রী—গৌর দাস
রসায়নাধ্যক্ষ—ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদনা ও টেকনিক্যাল উপদেষ্টা—রাজেন চৌধুরী
শিল্প নির্দ্দেশক—বিজয় বোস
আলোক নিয়ন্ত্রনে—প্রমোদ সরকার
ব্যবস্থাপনা—গোরা গুপ্ত

প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ—**অচিন্ত্যকুমার**

—সহকারিগণ—

পরিচালনা—তারাপদ বন্দোপাধ্যায়, রমা চক্রবর্ত্তী, গুরুদাস বাগচী
চিত্র শিল্পে—বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, অনিলকুমার ঘোষ, নবেন্দু পাল
শব্দযন্ত্রে—সিদ্ধি নাগ
সঙ্গীত পরিচালনা—বিমল রায় চৌধুরী ও প্রভাস মৈত্র
পরিস্ফুটনে—শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, ননী চ্যাটার্জ্জী ও অমূল্য দাস

যন্ত্র সঙ্গীতে—**ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা**

ব্যবস্থাপনায়—পুলিন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনা—অমিয় মুখোপাধ্যায়, অমলেশ সিকদার
রূপসজ্জায়—রামু ও রাধিকা
আলোক সম্পাতে—অমিয় ঘোষ, হেমন্ত দাস, অনিল সরকার, কেষ্ট বোস, অরবিন্দ ঘোষ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিমিটেড এ

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কাহিনী

দমদম এরোড্রোম। বহুদূরাগত একখানি প্লেন এসে থামলো। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বেরিয়ে এলো তন্বী তরুণী লিলি। ব্রজেনবাবু ছিলেন বাইরে দাঁড়িয়ে, লিলিকে নিয়ে যেতে এসেছেন। লিলির সঙ্গে নামলেন মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। লিলি পরিচয় করিয়ে দেয়, ইনি মিষ্টার ব্রজেন মিত্র, আমার সলিসিটর আর ইনি মিষ্টার চক্রবর্ত্তী বার-এট্-ল', আমার বন্ধু এবং একই প্লেনে এসেছেন।

লিলির মেশোমশাই ডক্টর সদাশিব মুখার্জ্জী কৃতি বিজ্ঞানী, থাকেন বালিগঞ্জে একডেলিয়া প্লেসে। এরোড্রোম থেকে লিলি সেখানেই উঠলো। মাসীমা শৈলবালাকে বলে লিলি, আজ ইউরোপ, কাল আমেরিকা এমনি ক'রে ছ'বছর কাটলো। তারপর তিনমাস আগে ছোট্ ঠাকুরদা মারা গেলেন আমেরিকার এক হাসপাতালে। আমিও পোঁটলাপুঁটলি গুছিয়ে একেবারে দেশ বলে ধাওয়া করলাম।

> এই সভ্যতা কতকগুলো অবৈজ্ঞানিক গোঁজামিলের উপর গড়ে উঠেছে আর সেই গোঁজামিলগুলোর নাম হোলো সংস্কার।

'জনমত' কাগজের সম্পাদক সুপ্রিয় গাঙ্গুলী রচনা ও রসনাশক্তিতে নব্যসমাজের অতি প্রিয় এবং পরিচিত। মাসীমার কাছে সুপ্রিয় গাঙ্গুলীর কথা শুনলো লিলি। লিলির বিশ্রামভঙ্গ ক'রে ঘরে ঢুকলো ইলা, শৈলবালার মেয়ে। সুপ্রিয়র বক্তৃতাশেষে সুপ্রিয়কে সঙ্গে নিয়েই তারা ফিরেছে। সুপ্রিয়র কিন্তু অপেক্ষা করার সময় নেই। লিলির সঙ্গে 'সুপ্রিয়দা'র পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ পেলে না বলে ইলা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়।

অফিসে ফিরেই প্রধান সম্পাদক পরেশবাবুর কাছে সুপ্রিয় শোনে তাদের নতুন ডিরেক্টর মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী বিশেষ চটেছেন, সরবরাহ মন্ত্রীর কাপড় বিলির ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা ক'রে সেদিনের 'জনমত' কাগজে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরিয়েছে তাতে তাঁর গাত্রদাহ হয়েছে। আরও একটি খবর তাকে বিস্মিত করে—শ্রীমতী

লিলি ব্যানার্জ্জী ব'লে একটি তরুণীও নাকি 'জনমতে'র আর একজন মালিক। পরেশবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'জনমত' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুখময়বাবুর নাতনী এই লিলি। ফোনে পরেশবাবু লিলিকে আমন্ত্রণ জানান, 'জনমত' এর অর্দ্ধেকের মালিক হচ্ছ তুমি, একবার এসে দেখে যাওয়া দরকার।

লিলি শোনে সুপ্রিয় মেয়েদের নাম শুনলেই চমকে ওঠে, মেয়েদের সে এড়িয়ে চলে। ঝোঁকের মাথায় ইলার সঙ্গে সে বাজী রাখে একমাসের মধ্যেই সে সুপ্রিয়কে বাধ্য করবে তাকে গভীর ভালোবাসা জানিয়ে চিঠি লিখতে। পাঁচ বছর আগের কথা মনে পড়ে লিলির। তারা তখন তারই পিসীমার বাড়ীতে, বাবার অবস্থা স্বচ্ছল নয়। পিসীমার অনুরোধে একটি ছেলে বিনা পণে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়। গায়ে হলুদ পর্য্যন্ত হয়েছিলো, এমন সময় খবর আসে, লিলির ছোটঠাকুর্দা তাঁর দশলাখ টাকার সম্পত্তি লিলিকে দিয়ে গেছেন। পিসীমা আগে বলেছিলেন, অমন রাজপুত্রের মত ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া লিলির বরাত। কিন্তু টাকা পাওয়ার সংবাদে তিনিই বললেন, অমন রাজকন্যার মত মেয়ের সে উপযুক্ত পাত্র নয়। কাজেই বিয়ে ভেঙ্গে গেলো। পাত্রও তাতে একমত হয়। পাত্রটি আর কেউ নয় সুপ্রিয়, লিলি চিনতে পারে কিন্তু কিছু প্রকাশ করতে পারেনা। সুপ্রিয়র ভাবও তাই, লিলিকে চিনতে পেরেছে কিন্তু চিনতে চায়না।

> দিনকতক বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর কৌতূহল তৃপ্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা হারায় তার উন্মাদনা আর অভিনবত্ব।

'জনমত' কাগজের ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং বসেছে। অন্যতম ডিরেক্টর মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী বলেন, কাগজের policy নরম করতে হবে। মিছিমিছি সরকারের পিছনে খোঁচা দিয়ে লাভ নেই। পরেশবাবু তীব্র প্রতিবাদ জানান। সুপ্রিয়কে হয় লেখার সুর বদলাতে হবে, নয় তাকে চাকরী ছাড়তে হবে। কিন্তু সুপ্রিয়র তেজোদ্দীপ্ত যুক্তির কাছে শেষ পর্য্যন্ত হার মানেন মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী। মিটিংয়ের শেষের দিকে লিলিও এসেছিল। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয়, কাগজের সুর বদলাবে না। সেদিন ফেরার পথে ইলার সঙ্গে তার বাজী রাখার কথা বলে লিলি সুপ্রিয়কে।

সুপ্রিয় বিস্মিত হয়। নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই আঘাত ক'রে বসে লিলিকে। লিলিকে রহস্যের চেয়ে বেশী আর কিছু ব'লে ভাবতে পারেনা সুপ্রিয়।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী এদিকে লিলির সঙ্গে একান্তভাবে অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠার চেষ্টা করেন। লিলি হার মানে সুপ্রিয়র কাছে। লিলির ছোট ঠাকুর্দ্দা তাঁর উইলে একটি সর্ত্ত করে গেছেন—চব্বিশ বছর পূর্ণ হবার আগে লিলিকে তার ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে বাগদত্তা হতে হবে। ছ'মাস বাগদত্তা থাকার পর সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুসারে তাদের বিয়ে হবে। উইলের সর্ত্তানুযায়ী বিবাহ ঠিক হয় লিলি ও সুপ্রিয়র। মিষ্টার চক্রবর্ত্তী হতাশ হ'য়ে পড়লেন। সুপ্রিয় এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানতো না। লিলির কাছে সে প্রতিবাদ করে, গরীব ব'লে কি আমাদের সুখদুঃখের প্রতি একটুও দরদ নেই। হৃদয়হীন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত নয় সুপ্রিয়। লিলির আত্মপ্রবঞ্চনা যেন নিজের কাছেও ধরা পড়েনা। সমস্ত কিছুর মধ্যেই সে কি রহস্যকেই ফুটিয়ে তুলতে চায়?

> বিবাহ যখন বন্ধন তখন তার থেকে একটা মুক্তির উপায় প্রত্যেক ভাল সমাজে থাকা দরকার।

কিন্তু সত্যই কি এ ছলনা, সত্যই কি শুধু খেলা সব কিছু? ছ'মাস পূর্ণ হতে সাতদিন বাকী। লিলি আপত্তি জানিয়ে বিবাহ ভেঙ্গে দিচ্ছে। সুপ্রিয় অনেক আগেই জানিয়েছে আপত্তি। ইলা বলে, তখনই বলেছিলাম, মানুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কখনই ভালো হয়না। লিলি প্রতিবাদ করে, তাতে কোনো দুঃখই আমার নেই। যে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়না, তাকে তো জোর ক'রে ধরা যায়না।

সুপ্রিয় যাচ্ছে সিমলায়—'সিমলা কনফারেন্সে'র রিপোর্টার হ'য়ে। লিলিও সুপ্রিয়র এনগেজমেণ্ট ভেঙ্গে গেছে শুনে চক্রবর্ত্তী প্রবল উৎসাহে লিলির সঙ্গে পুরাতন অন্তরঙ্গতার সূত্রটি কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তিনি বিনা ভূমিকাতেই বলেন, আমার মনে হয় এ ভালোই হয়েছে। ও বিবাহে আপনি সুখী হতে পারতেন না। আমারও তাই মনে হয়, সায় দেয় লিলি।

একি লিলির অন্তরের কথা? এই ছলনা, এই রহস্যের পরিণতি কি? কে হারবে—সুপ্রিয় না লিলি, বিজ্ঞান না সংস্কার ???

বিদ্যুতের গান :—

গুন, গুন, গুন গুন গুন গুনিয়ে—
মনের ভ্রমর, যায় উড়ে যায় কোন খানে—
কার পানে—কে জানে।
গানে গানে ফাগুন নামে, পুলক আনে আনমনে
কোথায় আমি হারিয়ে গেলাম—কে জানে।
নীল গগনে, শিহর জাগায়—
গানের জোছনা
অনুরাগের বীণায় ঝরে
সুরের ঝরণা।
আমার মনের গোপন বাণী, ছড়িয়ে গেল কোনখানে।
সে জন কী তার আভাস পেল ?
কে জানে।

কথা : অলকা উকিল।

●

ক্ষণপ্রভার গান :—

প্যরে দরশণ দীজো আয়,
তুম্ বিনা রহোন না যায়।
জল বিনা কমল, চোন্দ্ বীণা রজনী—
এ্যায়সে তুমবিনা ব্যাকুল সজনী—
আকুল ব্যাকুল ফিরুঁ রহন দিন
বিরহ কলেজো থায় ॥
দিবস না ভূখে, নীদ্ নহি চ্যয়ন্
মুখসে কহতন আবত বৈন্
কাঁহা করু কছু কহত না আবে
মিল কর তপত বুঝায় ॥
কিউ তরমাবো অন্তর য়ামী—
আবো মিলো কৃপা কর স্বামী—
মীরাদাসী জাম জনম কী—
পড়ি তুমহারি পায় ॥

কথা : মীরার ভজন।

শিশির, বিদ্যুত ও ক্ষণপ্রভার গান

তুমি ওপার, আমি এপার
মাঝখানে নদী বহে !
তোমার আমার এই পরিচয়
মিলিবার তরে নহে ॥
আমার সাগর তীরে
তোমার খেয়া না ভিড়ে
দু'জনার হিয়া বেদনার বিষে দহে ॥
মোর জীবনের ফাগুন নিয়েছো তুমি—
রেখে গেছো হায় রিক্ত কানন ভূমি—
মোর বিজন কুটীর দ্বারে
তুমি এলেনাকো অভিসারে
সুরের বীণাটী সারার বাণীটি কহে ॥

কথা : শান্তি ভট্টাচার্য্য।

ঘোষ ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
আধুনিক
অলঙ্কার শিল্পের
বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান
হেড অফিস:- ১১৪, কলেজ ষ্ট্রীট
ফোন-বি, বি, ২২৫৯
কলিকাতা
ব্রাঞ্চ { ১৬, গরিয়াহাট রোড বালীগঞ্জ
ও জলপাইগুড়ি।

দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানে

লক্ষ্মী ঘি

SENATE HOUSE

Calcutta, 18th March, 1948

I have got a sample of Lakshmi Ghee and found the quality good. If the firm keeps up the standard, I am sure the product will receive appreciation from its consumers.

Sd/- P. N. Banerjee

Vice Chancellor, Calcutta University.

১লা চৈত্র, ১৩৫৪

.....যে যুগে বাজারে চলন ঘৃত মাত্রেই (যত অধিক মূল্যেরই হউক না কেন) বনস্পতি মিশ্রিত সে যুগে লক্ষ্মী ঘৃতের মত বিশুদ্ধ স্নেহসার যে স্বাস্থ্যান্বেষী ও ভোজন বিলাসী উভয় শ্রেণীকে সমভাবে পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

(স্বাঃ) **অশোকনাথ শাস্ত্রী,** এম্-এ,
বেদান্ততীর্থ।

১৫-৩-৪৮

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

(স্বাঃ) **শ্রীসীতা দেবী**

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম—বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় অনেক গুণে ভালো সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সহিত একমত হইবেন আশা করা যায়।

(স্বাঃ) **আশাপূর্ণা দেবী**

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর **"লক্ষ্মী ঘি"** জাতির শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে যে ঐকান্তিক সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ দেশবরেণ্য সুধীজনের অনেকগুলি প্রসংসা পত্রাবলীর মধ্যে মাত্র কয়েকখানি আজ দেশবাসীর সমীপে উপস্থিত করিয়া ধন্য হইলাম।

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ফোঃ-ওয়েষ্ট ১৩৫০

শ্রীসুনীল কুমার বসু কর্ত্তৃক জেনারেল পাবলিসিটি কর্পোরেশন লিঃ, ৫৪, বেন্টিং ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও 'লরেল প্রেস, ৬০, গোপী মোহন দত্ত লেন হইতে মুদ্রিত।
মূল্য—৵০